সমকাল

তারিখ ... 25 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত শিক্ষার্থীদের

■ রক্তিম দাশ, কলকাতা

মুক্তির স্বাদ পাওয়া ছিটমহলবাসীর মনে এখন নতুন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে ৫১টি ছিটমহলে বসবাসরত পরিবারগুলোর অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় তাদের সন্তানের শিক্ষা জীবন নিয়ে। স্থলসীমান্ত চুক্তি অনুসারে ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ছিটমহল বিনিময় হলেই ভারতের কুচবিহার জেলার ছিটমহলগুলোর কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর ঠিকানা বদল হবে।

এবার তারা আতঙ্কিত ছিটমহল বিনিময়ের পর তাদের শিক্ষার সনদ আর ডিগ্রির বৈধতা আদৌ থাকবে কি-না তা নিয়ে। ছিটমহলবাসী হওয়ার কারণে অন্যান্য নাগরিক সুবিধা না পাওয়ার মতোই শিক্ষার্থীদেরও স্কুল বা কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না। তবে ভারতের মূল ভূখণ্ডের কোনো গ্রামের ঠিকানা এমনকি ভুয়া বাবা-মার পরিচয় দিয়ে এতদিন তারা স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। আবার পাস করে দিনহাটা কলেজ, এমনকি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছেন।

ছিটমহল বিনিময়ের আন্দোলনের অন্যতম কর্মী মশালডাঙা ছিটের জয়নাল আবেদিন। স্কুলের খাতায় যার ঠিকানা খোচাবাড়ি গ্রাম, দিনহাটা, কুচবিহার। এই ঠিকানা রেখেই জয়নাল এখন পড়েন ছিটের বাইরে দেওয়ানহাট কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে। আর এই ছিটের জাহাঙ্গীর আলম ও লাভলী খাতুন পড়ে নাজিরহাট হাইস্কুলে। এই ছিটের বর্তমানে প্রায় ৪০ শিক্ষার্থী এভাবেই ভারতের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ছেন।

নলগ্রাম ছিটের রানী খাতুন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ নিয়ে এমএ করছেন। বালাপুকুরির সন্তোষী রায় পড়ছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভারতের অভ্যন্তরের ৫১ ছিটমহল

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় কমিটির সাইবার সেলের অন্যতম সদস্য পোয়াতুরকুঠি ছিটের সাদ্দাম হোসেন এখন কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে এমএ করছেন। তিনি সমকালকে বলেন স্কুলে পড়াকালীন ঠিকানা দিয়েছিলাম খাটাবাড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছি পাথরসন। এখন তো নিজের আসল ঠিকানা লিখতে পারব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পরিস্থিতির কারণে স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুল ঠিকানা দিতে বাধ্য হয়েছি। এবার কি আমার এসব সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন করতে গেলে আবার সমস্যা হবে কি-না তা বুঝতে পারছি না।

ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির শীর্ষ নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলেন, এতদিন বিনিময় না হলেও জীবন তো থেমে থাকেনি। 'সকলের জন্য শিক্ষা' ভারত সরকার বললেও তা কতটা দেশজুড়ে বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু বাংলাদেশি ছিটমহলগুলোতে শিক্ষার হার এখন ৩৫ শতাংশ। ছিটমহলবাসী পরিচয় গোপন করেও শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এখন যদি তা অবৈধ বলা হয় তা নিয়ে আন্দোলন হবে।